ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৩৭

আগরতলা,৫ মে,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''জিবি-র স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশায় ভুগছে মানুষ,'' এই শিরোনামে গত ৩ মে, ২০২৫ স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই বিষয়ে জিবিপি হাসপাতালের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, গত ২ মে, ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালে স্ক্যান ও শেয়ার এর মাধ্যমে ৭২৬ জনের রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং ঐদিন সর্বমোট ৯৪৫ জন রোগীর রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ফলে প্রকাশিত সংবাদে ডিজিটাল পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বহির্বিভাগে চিকিৎসক দেখানোর জন্য হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা এসে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও টিকিট পাননি, দুর্ভোগ পোহাতে হয় রোগীদের, এই অভিযোগটি সঠিক নয়।

এদিকে একজন প্রবীণ রোগী হাসপাতালের অব্যবস্থার কারণে কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাসকে দেখাতে পারেননি বলে যে অভিযোগের কথা বলা হয়েছে সে প্রসঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাস একজন সুপার স্পেশালিস্ট চিকিৎসক। তিনি সপ্তাহে একদিন ওপিডিতে বসেন। কিন্তু হার্টের রোগীর চিকিৎসার জন্য মেডিসিন ব্লকে বা মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আরও অনেক চিকিৎসক রয়েছেন, তারা প্রতিনিয়ত হার্টের রোগীদের চিকিৎসা করছেন। যদি বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন তবে চিকিৎসকরা অনকলে ডাঃ রাকেশ দাসকে এনে রোগীকে দেখান। গত ২মে,২০২৫ তিনি ওপিডিতে ১১০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন।

অপরদিকে, সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে দালাল চক্রের বাড়বাড়ন্তে প্রতিদিন বেহাল হচ্ছে রোগী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা এবং জিবি হাসপাতালে বহির্বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে হলে দালালদের পকেটে টাকা গুঁজে দিতে হয়,সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই অভিযোগটিও সঠিক নয়। এই বিষয়ে জিবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

এছাড়াও জিবিপি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য দালালদের আগে থেকেই বুকিং করতে হয়, না হলে কখন মৃতদের ময়নাতদন্ত হবে তার ঠিকানা নেই, এই অভিযোগও সঠিক নয়।

জিবিপি হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ডের কয়েকজন কর্মী কাউন্টারের কর্মীদের সাথে মিলে কুড়ি টাকার বিনিময়ে টিকিট কেটে দিচ্ছিলেন, এই সমস্ত অভিযোগ জিবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অজানা। যদি নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ পাওয়া যায় তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নেবেন।

*****